সাড়ে সাত ঘণ্টা পর চবির প্রশাসনিক ভবনের তালা খুলে দিল শিক্ষার্থীরা

চবি প্রতিনিধি

ছবি: কালের কণ্ঠ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শতভাগ আবাসন নিশ্চিতকরণ বা বিকল্প হিসেবে আবাসন ভাতার দাবিতে রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয় শিক্ষার্থীরা। এতে ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। দীর্ঘ সাড়ে সাত ঘণ্টা অবরোধের পর রাত ৯টার দিকে দাবি পূরণে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আশ্বাসে তালা খুলে দিয়ে ২১ আগস্ট পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা।

এর আগে, আজ দুপুরে পাঁচ দফা দাবি নিয়ে তারা প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন শিক্ষার্থীরা।

বিকেলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়ে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. শামীম উদ্দীন খান শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের মুখে ভবন

ত্যাগ করেন। পরে রাত সাড়ে আটটার দিকে উপাচার্য অধ্যাপক মো. ইয়াহইয়া আখতার শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন দাবির বিষয়ে উদ্যোগের কথা জানালে সমঝোতায় আসে দুই পক্ষ।

শিক্ষার্থীদের উত্থাপিত দাবিগুলো হলো– ১. শিক্ষার্থীদের জন্য শতভাগ আবাসন নিশ্চিত করা। আজকের সিন্ডিকেট সভায় বহুতল আধুনিক হল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে রূপরেখা প্রকাশ করা ২. শতভাগ আবাসন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত আবাসন ভাতা প্রদান বাধ্যতামূলক করা ৩. সব হলে অবৈধভাবে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করে দ্রুত সিট বাতিল ও তাদের হল থেকে বের করে দেওয়া ৪. হলের আবেদনে ১০০ টাকা নেওয়ার প্রথা বন্ধ এবং পূর্বে সিট না পাওয়া শিক্ষার্থীদের টাকা ফেরত দেওয়া ৫. ছাত্রী হলে ডাবলিং প্রথা বন্ধ করে ডেকার বেড প্রথা চালু করা।

আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের প্রথম দাবির বিষয়ে উপচার্য মো. ইয়াহইয়া আখতার বলেন, ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এখন বিগত এত বছর গুলোয় মাত্র আবাসন দেওয়া গেছে ৮ হাজার শিক্ষার্থীর। আমরা তো একদিনে আবাসন নিশ্চিত করতে পারবো না। আমরা একটি সবুজ কাগজ তৈরি করেছি নতুন হল নির্মাণের জন্য।

তবে সেগুলোতে ভুল থাকায় একটু দেরি হচ্ছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন হল বানালে ১০ তালা ভবন এর নিম্নে পরিকল্পনা করবো না। আমি ২১ তারিখ ইউজিসি চেয়ারম্যান ড. এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে বসে হলের সব কাগজের ডিপিপি পাশের ব্যাপারে কথা বলব।'

আবাসন ভাতা ও হলে অবৈধভাবে সিট দখল করে রাখার বিষয়ে উপচার্য বলেন, 'রাষ্ট্র যদি আমাদের সেই পরিমাণ অর্থ দেয় তাহলে তো আমাদের আবাসন ভাতা দিতে সমস্যা নাই। কিন্তু আমাদের তো সেই পরিমাণ রাজস্ব নাই।

এখন আমি তো স্পোর্টস খাত বা আমরা কর্মচারী কর্মকর্তাদের যে বেতন দিয়ে থাকি, সেখান থেকে তোমাদের ভাতা দেই তাইলে তো হবে না। এ ছাড়া হলে যদি অবৈধভাবে ভাবে কেও অবস্থান করে তোমরা প্রভোস্টকে লিখিত ভাবে দাও। আমরা যত দ্রুত সম্ভব সেগুলোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নিব।'

মেয়েদের হলে ডেকার বেডের ব্যাপারে উপচার্য বলেন, 'মেয়েদের হলে ডেকার বেড দিতে তো আমার সমস্যা নাই। কিন্তু এক রুমে বেশি শিক্ষার্থী থাকলে অনেক সময়ই দেখা যায় একজন শিক্ষার্থীর আচরণের কারণে আরেকজন শিক্ষার্থীর সমস্যা হয়ে থাকে।'

কটেজ মালিকদের বেশি টাকা নেওয়ার ব্যাপারে উপ-উপচার্য মো. শামীম উদ্দীন খান বলেন, 'আগামীকালের মধ্যে আমরা একটি কমিটি গঠন করব এবং ক্যাম্পাসে যে সব কটেজ মালিকরা

শিক্ষার্থীদের থেকে বেশি টাকা নেয় আমরা তাদের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নিব।’